মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর সীমান্তে ৫১ হাজার মার্কিন ডলারসহ চোরাকারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দরবাস সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৫১ হাজার মার্কিন ডলার ও একটি বাইসাইকেলসহ জাহাঙ্গীর শেখ (৪০) নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন-৬ বিজিবি’র একটি বিশেষ দল এ অভিযান পরিচালনা করে ডলার সহ চোরাকারবারীকে আটক করে। আটক জাহাঙ্গীর শেখ মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান গোপন সংবাদে জানতে পারেন, ভারত থেকে অবৈধভাবে ডলার পাচার হবে। পরে তার নির্দেশে সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা সীমান্তের ২০০ গজ ভেতরে ফাঁসিতলা মাঠ নামক স্থানে অবস্থান নেন। এ সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করেন।

পরে তাকে তল্লাশি করে তার কাছে থাকা ৫টি প্যাকেটে মোট ৫১ হাজার মার্কিন ডলার, একটি বাইসাইকেল এবং একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ডলারের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬২ লাখ ১ হাজার ৫৪০ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবি আরও জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাহাঙ্গীর শেখ দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। উদ্ধারকৃত ডলার মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা ও আটককৃত আসামিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, গাংনীর আমতৈল গ্রামের মৃত আতাহার মন্ডলের ছেলে মোঃ কামরুজ্জামান মন্ডল (৫১), সাহারবাটি গ্রামের মৃত আমীর আলীর ছেলে মোঃ আজমত আলী(৪৭), পুরাতন মটমুরা গ্রামের মৃত জায়েদ আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, ধানখোলা গ্রামের আনছার আলীর ছেলে মোঃ লিটন বেপারী এবং তার স্ত্রী মোছাঃ বিথীয়ারা খাতুন বিথী।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

চুয়াডাঙ্গায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাড়ে ১০ বছর পর আত্মসমর্পণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার সাইদুর রহমান সাবদার নামের এক ব্যক্তি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা থেকে বাঁচতে সাড়ে ১০ বছর পালাতক থাকার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ

আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে বিচারক নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বিকালে তাকে পুলিশ প্রহরায় জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পালাতক সাইদুর রহমান সাবদার চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর পাড়ার আহসান আলী আসানের ছেলে।

জানা যায়, ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর দুপুরে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের নাসিরকে একই এলাকার মনির ডেকে নিয়ে যায় কুড়িরমাঠের খেজুর বাগানে। বেশ কিছুদিন ধরে সাইদুর রহমান সাবদার গ্রুপের সাথে জোয়ার বোর্ডের টাকা তোলা নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জের ধরে সাইদুরসহ ৮-১০ জন মিলে নাসিরকে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০১৫ সালের ১০ মার্চ তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ বিপ্লব গোস্বামী ৪ জন আসামির মধ্যে ২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অন্য দুইজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার পর থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সাইদুর রহমান সাবদার পলাতক ছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে ১০ বছর পর সাইদুর চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বরের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

মুজিবনগরে ৪ বছরের শিশুকে শ্লীলতাহানির অপরাধে এক ব্যক্তি গ্রেফতার

মুজিবনগরে ৪ বছরের শিশুর উপর যৌন কামনা চরিতার্থ ও তার শ্রীলতাহানির অপরাধে আসান দফাদার (৫৫) নামে এক ব্যক্তি আটক করেছে

মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার বিকেলে অসৎ উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতরস্থানে হাত দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

আসান দফাদার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত নেরু চৌকিদারের ছেলে।

ঘটনার বিবরণীতে জানা যায় রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ভবেরপাড়া গ্রামের তুহিন (ছদ্দনাম) ৪ বছর বয়সি মেয়ে রিমা (ছদ্দনাম) দোকান থেকে প্যাটিস নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় আসান দফাদারের দোকানের সামনে পৌঁছালে আসামী শিশু কন্যাকে ফুঁসলিয়ে তার চায়ের দোকানের মধ্য নিয়ে কেউ না থাকার সুযোগে অসৎ উদ্দেশ্যে কোলের উপর বসিয়ে মোবাইলে বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল ছবি দেখায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতরস্থানে হাত দিয়ে যৌন কামনা চরিতার্থ ও শ্রীলতাহানি করে। এ সময় বাচ্চা শিশুটির পিতা আসামির দোকানের সামনে দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় শিশুটির পিতা শিশুটিকে কান্নারত অবস্থায় দোকানে দেখতে পাই এ সময় শিশুটি তার পিতাকে দেখতে পেয়ে কান্না করতে থাকলে আসামি মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এ সময় মেয়েটি কান্না করতে করতে তার পিতার নিকট আসে এ সময় আসামি আসান দফাদার দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এ সময় শিশুটি তার পিতাসহ আশেপাশের লোকজনের সামনে তার সাথে ঘটা ঘটনার বিষয়টি বলে। ঘটনা শুনে শিশুটির পিতা মুজিবনগর থানায় উপস্থিত হয়ে আসামি আসান দফাদারের নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে।

থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আসামি বর্তমানে মুজিবনগর থানা পুলিশ হেফাজতে আছে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ(তদন্ত) জাকির হোসেন বলেন, মুজিবনগর থানায় আসামির বিরুদ্ধে ২০০০ সালের ১০ ধারায় নারি ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বর্তমানে আসামি পুলিশ হেফাজতে আছে। আইন অনুযায়ী সমস্ত কার্যক্রম শেষে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের খলিসাকুন্ডি গ্রামের মোঃ আসাদুল ইসলামের ছেলে মোঃ কলিন্স (২৫), গাংনীর কাজিপুর গ্রামের ফরাজীপাড়ার খোশবুল খানের ছেলে টুটুল হোসেন (২২), ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আসিবুল ইসলামের স্ত্রী হামিদা খাতুন (৪৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে তিন মাদক মামলায় চার আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পৃথক তিনটি মাদক মামলায় চার আসামিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জি.আর-১২৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ আল আমিন এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক)/৪১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, জি.আর-১৮৫/২০ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১৪(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পুলিশের অভিযানে তার দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় মামলায়, জি.আর-৭/১৯ (মুজিবনগর) এর রায়ে দুই আসামি মোঃ জয়নাল মন্ডল ও মোঃ বিপ্লব আলী-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালে মোনাখালী এলাকায় পুলিশের অভিযানে তিনজনকে আটক করে মোট ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলার অপর আসামি মোঃ আলফাজ আহমেদ সাগরের বিচার চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য;

মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারককে তলব

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানার অভিযোগে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আদালত।

গত ২০ জুলাই বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশের সূত্র ধরে গত ২২ জুলাই হাইকোর্ট বেঞ্চের ৭৯৪ নম্বর স্মারকে বিচারককে সশরীরে তলবের আদেশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) আদেশের কপি ডাকযোগে আদালতে এসে পৌঁছেছে।

এদিকে, তলবের আদেশের চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে মামলা রিকল করে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ বাতিল করেছেন বলে বিবাদী আবু নাহিদ নিশ্চিত করেছেন।

উচ্চ আদালতের চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ফ্যামিলি পিটিশন নম্বর ১৩/২০২২ এর আওতায় হাইকোর্ট গত ২৬ জুন একটি স্থগিতাদেশ জারি করে, যাতে বলা হয়, বিবাদী ৫ লাখ টাকা ছয় মাসে পরিশোধ করবেন, ততদিন মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। কিন্তু এ স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা পারিবারিক আদালতের বিচারক এবং সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বিবাদী আবু নাহিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টি উচ্চ আদালতের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনলে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে কোন যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একজন বিচারক?’ এ ঘটনায় উচ্চ আদালতের আদেশের সরাসরি অবজ্ঞা আখ্যা দিয়ে বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক বেঞ্চ সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে আগামী ১০ আগস্ট সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বলেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে এক আদেশে ১৫ লাখ টাকা পরিশোধের রায় হয়েছিল। আমরা হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করলে বিচারপতি ওই জরিমানা কমিয়ে ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করেন এবং সে অর্থ পরিশোধের জন্য ৬ মাস সময় দিয়ে মামলার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। অথচ উচ্চ আদালতের এ আদেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারক মো. মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বেআইনিভাবে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা হাইকোর্টের নজরে আনলে আদালত এতে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং বিচারককে ১০ আগস্ট সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রিকল করা হয়নি। এতে আমাদের মনে হচ্ছে, নিম্ন আদালতের বিচারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার মক্কেলকে হয়রানি করছেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ইজিবাইক চালক জামাল হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের ইজিবাইক চালক জামাল হোসেন হত্যা মামলার একমাত্র আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড (ফাঁসি) দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বাচ্চু মিয়া সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন শেখপাড়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে জামাল হোসেনের (৫৪) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন ইজিবাইক চালক ছিলেন। ঘটনার পরদিন নিহতের ছোট ভাই আলমগীর হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ শোলমারী গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে বাচ্চু মিয়াকে একমাত্র আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা (পরিদর্শক) মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ। মামলার অভিযোগত্র,

দীর্ঘ সাক্ষ্যগ্রহণ ও শুনানি শেষে আদালত আসামি বাচ্চু মিয়াকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামি পক্ষে এহান উদ্দিন মনা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। আদেশ ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইদুর রাজ্জাক বলেন,

“আদালতের এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। জামাল হত্যার বিচার পেয়ে তার পরিবার স্বস্তি পাবে বলে আশা করছি।”

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা বলেন, “আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব।”

রায় ঘোষণার সময় আসামি বাচ্চু মিয়া আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে পুলিশি পাহারায় তাকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।